مسابقة السنة النبوية الأولى للجاليات عام ١٤٣٣هـ

সৌদি আরবে অবস্থানরত প্রবাসীদের মাঝে প্রথম

হাদীস প্রতিযোগিতা

সন ১৪৩৩ হিজরী {২০১২খৃঃ}

مختارات من السنة

নির্বাচিত ৫০ টি হাদীস

বর্ণনাকারী সাহাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও মূল্যবান শিক্ষণীয় বিষয়

সংগ্রহ ও প্রস্তুতকরণ:

ড. মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন্ আয়েশ মুহাম্মাদ

অনুবাদ:

আব্দুন্ নূর বিন আব্দুল জব্বার

এবং

ড. মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন্ আয়েশ মুহাম্মাদ

তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণায়:

রাব্ওয়াহ দা'ওয়া, এরশাদ ও প্রবাসীদের মাঝে
ইসলামী জ্ঞানদান কার্যালয়

দাওয়াহ ও প্রবাসী শিক্ষা বিভাগ

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য এবং উত্তম পরিণতি মোত্তাকিদের জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সমস্ত নবী ও রাসূলগণের সর্দার এর প্রতি, সাহাবায়ে কিরাম এবং তাঁর পরিবার-পরিজন এবং তাঁর পরিপূর্ণভাবে অনুসরণকারীদের প্রতি।

আল্লাহর রাসূলের হাদীস হলো কুরআন মাজিদের পর ইসলামের দ্বিতীয় উৎস। কাজেই মুসলমানদেরকে এর প্রচার ও প্রসারে শরীয়ত সম্মত কার্যকর বহুমুখী মাধ্যম এবং পদ্ধতি অবলম্বন করার প্রতি মনোযোগি হওয়া অপরিহার্য কর্তব্য।

আল্লাহর রাসূলের হাদীস হিফজ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা, হাদীস থেকে আদেশ নিষেধ জানা এবং দৈনন্দিন জীবনে তার প্রয়োগ করে মানুষের মাঝে তা প্রচার করা, হাদীসের প্রতি গুরুত্ব প্রদান ও যত্নশীল হওয়ারই প্রমাণ বহন করে। কেননা প্রবাসী বিভিন্ন ভাষাভাষীর মাঝে ইলমী বা জ্ঞানসংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিযোগিতা দাওয়াতী ক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব ও ছাপ রাখে। যেহেতু এই জাতীয় হিফজুল হাদীস প্রতিযোগিতা আল্লাহর ইচ্ছায় প্রবাসী বিভিন্ন

ভাষাভাষীর হাদীসের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক তৈরী করতে সহায়ক হবে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রাবওয়া ইসলামিক সেন্টারের **'দাওয়াহ বিভাগ'** এই ধরণের প্রতিযোগিতা বাস্তবায়নের জন্য ঐকান্তিকতার সঙ্গে সচেষ্ট। এর মাধ্যমে আক্বীদাহ, শরীয়াহ ও আখলাক বিষয়ে নির্বাচিত হাদীসগুলি হিফজ করে তার আলোকে আমল করে তারা যেন সূখী, সমৃদ্ধিশালী সম্মানজনক ইসলামি জীবন গড়তে পারেন।

এই মহত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আল্লাহর সাহায্য নিয়ে, রাবওয়াহ ইসলামিক সেন্টারের দাওয়াহ বিভাগ বিভিন্ন ভাষার প্রবাসীদেরকে, আন্তরিক ভাবে এই মূল্যবান প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করছে। দাওয়াহ বিভাগ হাদীসে রাসূল হিফজ প্রতিযোগিতার এই সিলেবাস উপস্থাপন করে, সিলেবাসের উন্নয়নের জন্য যে কোন মতামত ও প্রস্তাবকে আন্তরিকতার সাথে সাগত জানাবে। প্রতিযোগিতা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে যোগাযোগ করা হলে তাকে স্বাগত ও সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে।

আল্লাহ পাক আমাদের প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ এর প্রতি দরূদ ও সালাম নাযিল করুন এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবীগণ ও তাঁর অনুসরণকারীদের প্রতি রহমত নাযিল করুন। সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য।

রাব্ওয়াহ দা'ওয়া, এরশাদ ও প্রবাসীদের মাঝে ইসলামী জ্ঞানদান কার্যালয়

দাওয়াহ ও প্রবাসী শিক্ষা বিভাগ

١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ". (صحيح البخاري: ٨).

১। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন, “পাঁচটি ভিত্তির উপরে ইসলামের বুনিয়াদ রাখা হয়েছে। [প্রথম হলো] আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ [মা’বুদ] নেই আর মুহাম্মাদ [ﷺ] আল্লাহর রাসূল, এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা, [দ্বিতীয় হলো] নামায কায়েম করা, [তৃতীয় হলো] যাকাত দেওয়া, [চতুর্থ হলো] হজ্জ করা, আর [পঞ্চম হলো] রামাযান মাসের রোযা রাখা”। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮]

*** ১ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়ঃ**

আব্দুল্লাহ বিন ওমার ইবনুল খাত্তাব একজন সম্মানিত সাহাবী। তিনি নাবালক অবস্থাতেই তাঁর পিতা দ্বিতীয় খলিফা ওমার ইবনুল খাত্তাব [ﷺ] যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখনই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার পূর্বেই তিনি মদীনায় হিজরত করেন। খন্দকের যুদ্ধে তিনি সর্বপ্রথম যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন, অত:পর রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এর সাথে সমস্ত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি মিশর, শামদেশ, ইরাক, বসরা ও পারস্যের বিজয়েও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সুদর্শন, সাহসী ও সত্য প্রকাশকারী সাহাবীগণের মধ্যে জ্ঞানী এবং বিদ্যান হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে ২৬৩০ টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি ইবাদত ও পরহেজগারিতায় ছিলেন অনুকরণীয় সাহাবী। তিনি সন ৭৩ হিজরীতে ৮৬ বছর বয়সে মক্কায় মৃত্যু বরণ করেন।

***১ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। দুই সাক্ষ্য প্রদান এবং তা স্বীকার করার মাধ্যমে, নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, হজ্জ পালন করা এবং রামাযান মাসের রোযা রাখা অপরিহার্য হয়ে যায়।

২। এই দুই সাক্ষ্য নিশ্চিত ভাবে অন্তরে স্থাপিত না হলে, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী কোন আমল [কর্ম] সঠিক বলে গণ্য করা হবে না।

৩। দুই সাক্ষ্য মেনে নেওয়ার মধ্যে ঈমানের ছয়টি স্তম্ভ [আরকান] গ্রহণ করে নেওয়ার অঙ্গীকার জড়িত রয়েছে।

৪। ইসলাম ধর্ম পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা অপরিহার্য, তার শিক্ষা ও স্তম্ভসমূহের মধ্যে থেকে কোন কিছু বাদ দেওয়া যাবে না।

٢) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

"الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وِلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى؛ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ؛ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ

كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا؛ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ".(صحيح البخاري : ٥٤).

২। ওমার ইবনুল খাত্তাব [ﷺ] থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন, "যাবতীয় কাজের সওয়াব নিয়ত অনুযায়ী হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে তাই পায়। অতএব যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য হয়েছে তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই হয়েছে। আর যার হিজরত দুনিয়া হাসিলের বা কোন মেয়েকে বিবাহ করার নিয়তে হয়েছে, তার হিজরত উক্ত উদ্দেশ্যেই হয়েছে"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৪]

***২ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়ঃ**

আল ফারুক আবু হাফস ওমার ইবনুল খাত্তাব আল কুরাশী, আমীরুল মুমেনীন, খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে দ্বিতীয় খলীফা। হিজরতের পূর্বে নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ ছিল মুসলমানদের জন্য সাফল্য ও শক্তি। তিনি মদীনায় হিজরত করে নবী [ﷺ] এর সাথে সমস্ত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর মতানুযায়ী কোন কোন সময় কুরআনের অহী নাযিল হতো, তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হচ্ছে

৫৭৩ টি। আবু বাক্‌র [ﷺ]মৃত্যুকালে সন ১৩ হিজরীতে তাঁকে খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করেন। ওমার [ﷺ] সর্বপ্রথম সরকারী বিবরণী নথিভুক্ত করেন। এবং তিনি হিজরী তারিখ চালু ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। আবু লূলূয়াহ মাজুসীর হাতে ফজরের নামাযে সন ২৩ হিজরীতে [যুলহিজ্জাহ মাসে] তিনি শাহাদত বরণ করেন। আবু বাক্‌র [ﷺ] এর পাশে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এর সঙ্গে আয়েশা [ﷺ] এর ঘরে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর খেলাফত সাড়ে দশ বছর ছিল।

*** ২ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। সমস্ত আমলে পরিশুদ্ধ নিয়তের প্রয়োজন রয়েছে; সেই নিয়ত অনুযায়ী সওয়াব বা পুণ্য নির্ধারিত হবে।

২। নিয়তের স্থান হচ্ছে অন্তর, এই নিয়তের মৌখিক উজচ্চারণ করা শরিয়ত সম্মত নয়।

৩। সমস্ত আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত হচ্ছে আল্লাহর প্রতি মানুষের একনিষ্ঠতা; কেননা আল্লাহ একনিষ্ঠতা ছাড়া ও নবী [ﷺ] এর নিয়ম পদ্ধতি ব্যতিরেকে, সম্পাদিত কোন আমল কবুল করেন না।

৪। লৌকিকতা ও সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন আমল করা থেকে, সতর্ক হওয়া অপরিহার্য।

٣) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ :

"سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ". (صحيح مسلم: ١١٦-

.((٦٤)

৩। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকি (অন্যায় ও পাপ) এবং তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া (বা লড়াই করা) কুফরী"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৬-(৬৪)]

*** ৩ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

আবু আব্দুর রহমান, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ। তিনি ঐ সমস্ত সাহাবীদের মধ্যে একজন, যারা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি সাহাবীগণের মধ্যে মর্যাদা সম্পন্ন ও ফকীহ এবং কুরআন তেলাওয়াতে সর্বোত্তম কারী ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হচ্ছে ৮৪৮ টি। রাসূল [ﷺ] এর সাথে সমস্ত যুদ্ধে তিনি যোগদান করেন। রাসূল [ﷺ] এর মৃত্যুর পর

শামদেশে ইয়ারমূকের যুদ্ধেও তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ওমার [ﷺ] তাঁকে ইসলাম ধর্মের শিক্ষা প্রদানের জন্য কূফা শহরে প্রেরণ করেছিলেন। ওসমান বিন আফ্ফান [ﷺ] তাঁকে সেখানে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। ওসমান বিন আফ্ফান তাঁকে আবার মদীনায় আসতে নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি মদীনায় সন ৩২ হিজরীতে ৬০ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। এবং মদীনার বিখ্যাত আলবাকী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

*** ৩ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। গালি-গালাজ হতে কঠোর ভাবে সতর্কীকরণ। আর গালি- গালাজ হচ্ছে: কোন মানুষকে নিন্দিত করার জন্য যে কোন ভাবে তার বদনাম করা।

২। লড়াই করা হতেও কঠোর ভাবে সতর্কীকরণ। কেননা এর দ্বারা মানুষের প্রাণ হানি হয়।

হাদীসে গালি-গালাজের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে; তার কারণ হচ্ছে যে, সাভাবিক ভাবে লড়াই সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে গালি-গালাজ শুরু হয়ে থাকে।

৩। উত্তম স্বভাবে সুসজ্জিত হওয়ার প্রতি এবং মন্দ স্বভাব হতে দূরে থাকার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ ". (جامع الترمذي: ١٨٨٨)، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

৪। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত। নবী করীম [ﷺ] খাবার বাসন পাত্রে শ্বাস গ্রহণ করতে, অথবা ফুঁ বা ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন। [জামে' তিরমিযি, হাদীস নং ১৮৮৮]

*** ৪ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস [ﷺ] একজন বিশিষ্ট ও প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। তাঁর কুনিয়াত [ডাকনাম] আবুল আব্বাস। ইমামুত্ তাফসীর হিসেবে তিনি উপাধি লাভ করেছেন। তিনি আল্লাহর রাসূলের চাচাতো ভাই। হিজরতের তিন বছর পূর্বে তিনি মক্কাতে শেবে আবী তালেব নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন, হাশিম বংশের লোকেরা উক্ত স্থান থেকে বেরিয়ে আসার অগেই। অত:পর নবী [ﷺ] এর সান্নিধ্যে থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর

বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হলো ১৬৬০ টি। আল্লাহর রাসূলের মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল ১৩ বছর। আলী বিন আবী তালেব [ﷺ] তাকে বসরা শহরের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি সন ৬৮ হিজরীতে তায়েফ শহরে ৭০ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন।

*** ৪ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। পানাহারের সময় স্বাস্থ্য সম্মত পদ্ধতি মেনে চলার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

২। খাদ্যবস্তু ও পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দেওয়া এবং শাস ত্যাগ করা নিষেধ। শরীর ও স্বাস্থ্যের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি যত্নশীল হওয়া উচিৎ।

৩। পানাহারের সময় অন্যান্য লোকের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং যে বিষয়ে ও কাজে তাদের অরুচি ও ঘৃণার কারণ হতে পারে, সে বিষয় ও কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা দরকার।

٥) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ :

"إِنَّ لِلَّهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُوْنِي مِنْ أُمَّتِي السَّلاَمَ". (سنن النسائي: ١٢٨٢)، هذا حديث صحيح.

৫। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"আল্লাহর পক্ষ থেকে পৃথিবীতে ভ্রমণকারী ফেরেশতা মন্ডলী নির্ধারিত রয়েছেন, যারা আমার প্রতি আমার উম্মতের সালাম পৌছিয়ে দেন"। [সুনান নাসায়ী, হাদীস নং: ১২৮২] হাদীসটি সহীহ

*** ৫ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে ।**

*** ৫ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। রাসূল [ﷺ] এর সম্মানার্থে আল্লাহ সমস্ত মুসলিম নর ও নারীর সালাম তাঁর নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য কতগুলি ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন।

২। আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ [ﷺ] এর প্রতি বেশি বেশি সালাম প্রেরণের জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

৩। রাসূল [ﷺ] এর প্রতি অধিক সালাম প্রেরণের মাধ্যমে অফুরন্ত নেকী [সওয়াব] এবং উচ্চ মর্যাদা অর্জন করা যায়।

٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ؛ فَفِي النَّارِ " (صحيح البخاري: ٥٧٨٧).

৬। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। নবী করীম [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি টাখনু গিরার নীঁচে লুঙ্গি পড়বে, সে দোজখে যাবে"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৭৮৭]

*** ৬ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় :**

আবু হুরাইরাহ আব্দুর রহমান বিন সাখার আদ্দাওসী ইয়ামানী। তিনি আল্লাহর রাসূলের সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী। তাঁর কুনিয়াত [ডাকনাম] আবু হুরাইরাহ হিসেবে বিখ্যাত। এর কারণ হলো যে, তিনি বিড়াল নিয়ে খেলা করতেন ও কতগুলো মানুষের ছাগল চরাতেন। সপ্তম হিজরীতে খায়বার বিজয়ের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। অত:পর তিনি ৪ বছর পর্যন্ত নবী [ﷺ] এর সান্নিধ্যে অতিবাহিত করেন, তাই

আল্লাহর রাসূল যেখানে অবস্থান করতেন তিনিও সেখানে থাকতেন। আবু হুরাইরাহ [ﷺ] হাদীসের জ্ঞান লাভ করার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে অসাধারণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এই কারণে তিনি নবী [ﷺ] এর কাছ থেকে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করে, সাহাবীগণের মধ্যে সবচাইতে বেশি হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর, উপাধি লাভ করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হলো ৫৩৭৪ টি। সন ৫৭ হিজরীতে তিনি মৃত্যু বরণ করেন এবং মদীনার প্রসিদ্ধ কবরস্থান আল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

*** ৬ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। টাখনুর নিচে কাপড় পড়া নিষেধ, এবং এ বিধান শুধু পুরুষদের জন্য, নারীদের জন্য নয়।

২। পরিধেয় বস্ত্রে ইসলামের আদাব-কায়দা আঁকড়ে ধরার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

৩। টাখনুর নিচে পোশাক পরিধান করা থেকে সতর্কতার অপরিহার্যতা। কেননা এই কাজ জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার একটি কারণ।

٧) عَنْ جَابِرٍ ﷺ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ:" المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ". (صحيح مسلم: ٦٥- (٤١)).

৭। জাবের [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি নবী করীম [ﷺ] কে বলতে শুনেছিঃ " (প্রকৃত) মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার হস্ত ও জিহ্বা হতে মুসলমান নিরাপদে থাকে"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৫- (৪১)]

*** ৭ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়ঃ**

জাবের বিন আব্দুল্লাহ আল আনসারী বিখ্যাত সাহাবী। তিনি তার পিতাসহ আকাবার রাতে নবী [ﷺ] এর সাথে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। এবং বাইয়াতে রিজওয়ানেও তিনি উপস্থিত [শামিল] ছিলেন। তিনি বেশি হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত। তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হচ্ছে ১৫৪০ টি। তিনি সন ৭৩ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। এই বিষয়ে অন্য উক্তিও রয়েছে।

*** ৭ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। যে কোন পদ্ধতি এবং যে কোন পন্থায় মানুষকে কষ্ট দেওয়া হতে সতর্কীকরণ।

২। এক মুসলমান যেন তার অন্য মুসলমান ভাই এর সম্মান করে, তাকে তার ভালবাসা দেখায় এবং তার সাহায্য করে।

৩। মুসলমানের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম মুসলমান, যার কষ্টদায়ক কথা, কর্ম এবং আচরণ হতে অন্য সকল মুসলমান নিরাপদে থাকে।

٨) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّه ﷺ : "قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِيْ، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ ".

(صحيح مسلم: ٤٦- (٢٩٨٥)

৮। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আমি শরীকদের অংশীদারিত্ব হতে মুক্ত। যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে, যাতে সে আমার সাথে অন্যকে শরীক করে, আমি তাকে ও তার শির্ককে বর্জন করি "। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং:৪৬ -(২৯৮৫)]

*** ৮ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়, ৬ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৮ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। আল্লাহর সাথে সমস্ত প্রকার শিরক এবং শিরকের সকল পদ্ধতি ও পন্থা হতে সতর্কতা অবলম্বন করার অপরিহার্যতা।

২। আল্লাহর সাথে শিরক করা, আমল ও তার সওয়াব নিস্ফল করে দেয়। কেননা যে আমলে আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশীদার স্থাপন করা হয়, সে আমল আল্লাহ গ্রহণ করেন না।

৩। আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপনকারী ব্যক্তি খাঁটি অন্তরে তওবা করে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন না করলে, শিরকের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না।

٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ، وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ ".(صحيح مسلم: ٧٨- (٢٥٩٤)).

৯। নবী করীম [ﷺ] এর প্রিয়তমা আয়েশা [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا] থেকে বর্ণিত। নবী [ﷺ] বলেছেন:“যে জিনিসে কোমলতা থাকে, কোমলতা সেটিকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে। আর যে জিনিস থেকে কোমলতা ছিনিয়ে নেওয়া হয় সেটাই দোষদুষ্ট ও ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়”।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং:৭৮- (২৫৯৪)]

*** ৯ নং হাদীস বর্ণনাকারীণী সাহাবীয়াহ এর পরিচয়:**

উম্মুল মুমেনীন আয়েশা বিনতে আবী বাক্র আসসিদ্দীক [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا], হিজরতের পূর্বে নবী করীম [ﷺ] এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মদীনায় হিজরতের পর নয় বছর বয়সে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে সংসার আরম্ভ করেন। আল্লাহর রাসূল [ﷺ] যখন মৃত্যু বরণ করেন তখন আয়েশা [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا] এর বয়স ছিল ১৮ বছর। তিনি সাহাবীগণের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমতি, জ্ঞানী এবং রায় প্রদানের ক্ষেত্রে ছিলেন সর্বোউত্তম

ব্যক্তি। দানশীলতা ও উদারতায় তাকে উত্তম নমূনা হিসেবে উল্লেখ করা হতো। তিনি অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২২১০ টি। তিনি রামাযান বা শওয়াল মাসের ১৭ তারিখে মদীনাতে সন ৫৭ অথবা ৫৮ হিজরীতে রোজ মঙ্গলবার মৃত্যু বরণ করেন। আবু হুরাইহ [ﷺ] তাঁর জানাযার নামায পড়েছিলেন এবং তাঁকে আল বাকী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

*** ৯ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। কোমলতা হচ্ছে দাওয়াহ, প্রতিপালন, শিক্ষাদান ও অন্যের সাথে আচরণের একটি উত্তম পদ্ধিতি।

২। আচরণে কোমলতা মঙ্গল নিয়ে আসে এবং কঠরতা অনিষ্ট নিয়ে আসে।

৩। কোমল আচরণে সুসজ্জিত হওয়ার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে; কেননা এই উত্তম গুণাবলী সমস্ত কাজকে সুন্দর করে তুলে।

١٠) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ". (صحيح مسلم : ١٣- (١٦٥٠)).

১০। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে শপথ করবে, অত:পর তার বিপরীতে উত্তম কিছু করার সুযোগ দেখতে পাবে। সে যেন শপথ ভংগ করে তার কাফ্ফারাহ প্রদান করে এবং অপেক্ষাকৃত ভালো কাজটি গ্রহণ করে"। [সহীস মুমলিম, হাদীস নং:১৩- (১৬৫০)]

*** ১০ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়, ৬ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ১০ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। সহজ ও উত্তম বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং জটিলতা বর্জন করে চলা উচিৎ।

২। যে ব্যক্তি নিজের হলফ বা শপথ ভঙ্গ করবে, তার উপর কাফ্‌ফারাহ প্রদান করা জরুরী। আর কসমের কাফ্‌ফারাহ যেভাবে মহান আল্লাহ বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

"আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না তোমাদের নিরর্থক হলফের জন্য, কিন্তু যে সব হলফ তোমরা দৃঢ়ভাবে করবে সেই সব হলফের জন্য তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। সুতরাং এর কাফ্‌ফারাহ হচ্ছে দশজন অসহায় সিকীনকে মধ্যম ধরণের খাদ্য প্রদান করা, যে খাদ্য তোমরা তোমাদের নিজ পরিবারের লোকদের দিয়ে থাক, অথবা তাদের পরিধেয় বস্ত্র দান করা। কিংবা একটি দাস মুক্ত করা। এবং যে ব্যক্তি এগুলো সম্পাদন করার সামর্থ্য রাখে না তার জন্য তিন দিন রোযা রাখা। তোমরা হলফ করলে এটিই তোমাদের হলফের কাফ্‌ফারাহ, তোমরা তোমাদের হলফ রক্ষা করতে থাক। এ ভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর বিধানসমূহ বর্ণনা করে দিচ্ছেন; যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে সক্ষম হও"। (সূরাহ আল মায়েদাহ, আয়াত নং ৯৮)

৩। অধিক হলফ না করা; যাতে প্রসস্ত বস্তু সংকীর্ণ না হয়ে পড়ে।

١١) عَنْ أَنَسٍ ﷺ قالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ: "الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ". (صحيح البخاري: ٢٦٥٣).

১১। আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী করীম [ﷺ] কে কাবীরাহ গোনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, উত্তরে বলেন:“আল্লাহর সাথে শিরক করা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা, নীরপরাধ-নির্দোষ মানুষকে হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া” । [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬৫৩]

*** ১১ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

আবু হামজাহ আনাস বিন মালিক আল আনসারী [ﷺ] একজন বিশিষ্ট সাহাবী। তিনি আল্লাহর রাসূলের খাদেম উপাধি লাভ করেন। হিজরতের ১০ বছর পূর্বে মদীনাতে তাঁর জন্ম হয়, ছোটকালে নাবালক অবস্থাতেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী [ﷺ] এর সান্নিধ্যে ধারাবাহিক ভাবে ১০

বছর যাবৎ তাঁর খাদেম-সেবক হিসেবে সর্বোত্তম উপাধি লাভ করেন। এবং আল্লাহর রাসূলের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর খেদমতে রত ছিলেন। অত:পর দামেশকে চলে যান, সেখান থেকে বসরায় গমন করেন। তিনি অনেক হাদীস বর্ণনা করেন, তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২২৮৫ টি। তিনি বসরা শহরে একশত বা তার অধিক বয়স প্রাপ্ত হয়ে সন ৯৩ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন।

*** ১১ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। এই সমস্ত পাপে লিপ্ত হওয়া থেকে কঠোর ভাবে সতর্কীকরণ; যেহেতু এগুলো হচ্ছে মহাপাপ।

২। এই সমস্ত বস্তুগুলি মহা পাপের মধ্যে গণ্য করা হয়; কেননা এই সব পাপের কারণে আকীদাহ, শরীয়ত, চরিত্র এবং সামাজিকতার বড় ধ্বংসাত্বক ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে।

৩। মহা পাপ [কবিরাহ গুনাহ] মানুষের যোগাযোগ তার, মহান পবিত্র প্রভু [আল্লাহর] সাথে, তার পরিবার পরিজনের সাথে এবং তার সমাজের সাথে নষ্ট করে দেয়; তাই সে যদি আন্তরিক তাওবা না করে, তাহলে সে দুনিয়া ও পরকালে কষ্টের জীবন ভোগ করবে।

١٢) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ". (صحيح البخاري: ٦٤٧٤).

১২। সাহল ইবনে সা'দ [ﷺ] রাসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমাকে তার জিহবা ও লজ্জাস্থানের (পবিত্রতার) নিশ্চয়তা দিতে পারবে, আমি তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিতে পারবো"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৭৪]

*** ১২ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

আবুল আব্বাস সাহল বিন সা'দ আস্‌সায়িদী আল আনসারী [ﷺ] একজন অন্যতম বিশিষ্ট সাহাবী। হাদীস গ্রন্থে তাঁর থেকে বর্ণিত ১৮৮ টি হাদীস পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এর ওফাত কালে এই সাহাবীর বয়স ছিল ১৫ বছর। তিনি মদীনাতে ৯১ হিজরীতে অথবা ৮৮ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন।

*** ১২ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। সকল পরিস্থিতিতে, সব সময়ে এবং প্রতিটি সমাজে মহৎ ও সচ্চারিত্রিক গুণাবলী আঁকড়ে ধরে রাখার প্রতি উৎসাহিত করা।

২। মুখ ও লজ্জাস্থান হারাম [অবৈধ] বস্তু থেকে রক্ষা করা হচ্ছে, জান্নাতে প্রবেশ এবং দোজখ থেকে নাজাতের পথ।

৩। যে সকল সম্পর্ক, কর্ম এবং কথা মহান আল্লাহ বৈধ করেছেন, সেগুলো ছাড়া মুখও লজ্জাস্থানকে হেফাজতে রাখার অপরিহার্যতা।

١٣) عَنْ حُذَيْفَةَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: " لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ نَمَّامٌ". (صحيح مسلم: ١٦٨- (١٠٥)).

১৩। হুযায়ফাহ [﵁] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ [ﷺ] কে বলতে শুনেছি "চোগলখোর (কুৎসাকারী বা পরনিন্দুক) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৮-(১০৫)]

*** ১৩ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়ঃ**

হোজাইফা বিন আল ইয়ামান বিন হোসাইল আল আব্‌সী একজন সম্ভ্রান্ত ও সাহসী সাহাবী ছিলেন। তিনি অনেক দেশ বিজয়ের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এর গোপন কথার তিনি সংরক্ষণকারী সাহাবী। এ কারণে তাকে সাহিবু সির্‌রি রাসূলিল্লাহ বলা হয়। হাদীস গ্রন্থে তাঁর ২৫৫ টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। খন্দকের যুদ্ধে এবং খন্দকের যুদ্ধের পর যে সমস্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, সব যুদ্ধেই তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এর কাছে তাঁর বিরাট মর্যাদা ও উচ্চ স্থান ছিল। তিনি ইরাকে সন ৩৬ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন।

*** ১৩ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। চুগলি করা হচ্ছে একটি বদভ্যাস,এটি মানুষের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃর্ণা ছড়ায়।

২। সমাজে চুগলির অমঙ্গল [অনিষ্ট] ব্যাপক; এটি সমাজকে উদ্বেগ ও অশান্তিতে [অস্থিরতায়] ডুবিয়ে রাখে।

৩। যে চোগলখোর ব্যাক্তি চুগলি করাকে হালাল বা বৈধ বলে মনে করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

١٤) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ". (صحيح البخاري: ٦٤٨٧).

১৪। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"জাহান্নামকে [হারাম] লোভনীয় জিনিস দিয়ে আড়াল করে রাখা হয়েছে এবং জান্নাতকে দু:খ ও কষ্টের আড়ালে রাখা হয়েছে"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৬৪৮৭]

*** ১৪ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় ৬ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ১৪ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। জাহান্নামকে হারাম বস্তু, পাপ ও অপরাধের দ্বারা আবৃত করে রাখা হয়েছে।

২। যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ মন বাসনার পাপে এবং অবৈধ জিনিসে জীবন কাটাবে, তার জন্য জাহান্নামে যাওয়া সহজ হবে।

৩। ইসলামের শিক্ষা আঁকড়ে ধরা এবং সেই মোতাবেক আমল করা ব্যতিরেকে, জান্নাত পাওয়া যাবে না।

৪। পাপ কাজ বর্জন ছাড়া জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

١٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ" . (صحيح مسلم: ٧٣- (٤٦)).

১৫। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “যার অনিষ্ট হতে তার প্রতিবেশি নিরাপদে থাকে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না”। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৩- [৪৬]

*** ১৫ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৬ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ১৫ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। যে কোন পন্থা ও পদ্ধতিতে প্রতিবেশীকে এবং তার পরিবার-পরিজনকে কষ্ট দেওয়া হতে সতর্কীকরণ।

২। প্রতিবেশী এবং তার পরিবার ও পরিজনকে সম্মানিত করার জন্য উৎসাহিত করা; কেননা এটি হচ্ছে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের একটি কারণ।

৩। প্রতিবেশীর ক্ষতি সাধন করা, এমন কুফরী ও পাপের দিকে অগ্রসর করবে, যার পরিণতি হবে জাহান্নামের অগ্নি।

١٦) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ عَنِ النَبِيِّ ﷺ قَالَ: " لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ".(صحيح مسلم: ١٤٩- (٩١)).

১৬। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। নবী করীম [ﷺ] বলেছেনঃ "যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৯ - (৯১)]

*** ১৬ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ১৬ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। অহংকার করার প্রতি নিষিদ্ধ করণ এবং তা থেকে সতর্কীকরণ। অহংকার হচ্ছে: ন্যায় প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে হেয় জ্ঞান করা।

২। অহংকার সব ক্ষেত্রে ও সব সময়ে নিন্দনীয় এবং অহংকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

৩। বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করা এবং ন্যায় গ্রহণ করা প্রকৃত ঈমানদারের বৈশিষ্ট।

١٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ".

(صحيح مسلم: ١٥٢- (٩٣)).

১৭। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূললুল্লাহ [ﷺ] কে বলতে শুনেছি:"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার না করে, তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোন অংশীদার সাব্যস্ত করে সাক্ষাৎ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫২- (৯৩)]

*** ১৭ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৭ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ১৭ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। আল্লাহ তা'য়ালার তাওহীদ রক্ষা করা এবং তিনি এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে বিশ্বাস করে, তাঁরই ইবাদত করা হচ্ছে, জান্নাতে প্রবেশের একটি কারণ।

২। আল্লাহ তা'য়ালার সাথে অংশীদার স্থাপন করা হচ্ছে, জাহান্নামে প্রবেশের একটি কারণ।

৩। আল্লাহর সাথে শিরক করা হতে সতর্কীকরণ এবং তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান।

١٨) عَنِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ:" ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبّاً، وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً".(صحيح مسلم: ٥٦- (٣٤)).

১৮। আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ [ﷺ] কে বলতে শুনেছেন যে, সে ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করেছে, যে আল্লাহকে রব বা প্রভু হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ [ﷺ] কে রাসূল রূপে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট ও পরিতুষ্ট"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৬- (৩৪)]

*** ১৮ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

আবুল ফাজল আল আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম আল্ কুরাশী, তিনি আল্লাহর রাসূলের চাচা [পিতৃব্য]। আবরাহা বাদশার হস্তী বাহিনী কা'বা আক্রমণের তিন বছর পূর্বে তিনি মক্কা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশের একজন অন্যতম ও বিশিষ্ট নেতা। আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতে তিনি আল্লাহর রাসূলের সাথে উপস্থিত ছিলেন। বদরের যুদ্ধে

তিনি অমুসলিম মুশরিক বাহিনীর সাথে [কোন এক কারণে] ছিলেন। অত:পর তিনি মক্কায় ফিরে যান এবং ইসলাম কবুল করে তা গোপনে রাখেন। মক্কা বিজয়ের কিছু দিন পূর্বে তিনি হিজরত করে মদীনায় গমন করেন। তিনি সন ৩২ হিজরীতে রামাযান মাসে মৃত্যু বরণ করেন [ﷺ]। এ বিষয়ে অন্য উক্তির উল্লেখ রয়েছে। মদীনার আল বাকী নামক বিখ্যাত কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

* ১৮ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১। প্রভু হিসেবে মহান আল্লাহর প্রতি, ধর্ম হিসেবে ইসলামের প্রতি এবং রাসূল হিসেবে মুহাম্মদ [ﷺ] এর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা।

২। অন্তরে যখন ঈমানের স্বাদ ও মিষ্টতা প্রবেশ করবে, তখন ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী আমল করা সহজ হয়ে যাবে।

৩। ঈমানের মিষ্টতা পাওয়া যাবে শুধু (আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের) আনুগত্যে এবং আনুগত্যের আগ্রহে, আনন্দ উপলব্ধি করার মাধ্যমে।

١٩) عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ تَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ:" مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ".

(صحيح مسلم: ١٠١- (٧٢٨)).

১৯। নবী করীম [ﷺ] এর প্রিয়তমা উম্মে হাবীবাহ [رَضِيَ اللهُ عَنْهَا] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ [ﷺ] কে বলতে শুনেছি যে,“যে ব্যক্তি প্রতিদিন-দিন ও রাতে বারো রাকাআত (নফল) নামায পড়বে, তার জন্য এর বিনিময়ে জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করা হবে”। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ১০১-(৭২৮)]

*** ১৯ নং হাদীস বর্ণনাকারীণী সাহাবীয়াহ এর পরিচয়ঃ**

উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবীবাহ রামলাহ বিনতে আবী সুফইয়্যান বিন হারব (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)। তিনি মুয়াবিয়্যাহ (رضي الله عنه) এর বোন। আল্লাহর রাসূল নবুওয়াত প্রাপ্ত হওয়ার ১৭ বৎসর পূর্বে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অতি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতি। নবী

করীম [ﷺ] এর সঙ্গে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন খালিদ বিন সাঈদ ইবনিল আস এর দায়িত্বে। কেননা রামলা বিনতে আবী সুফইয়্যান তখন আফ্রিকা মহাদেশের ইথিওপিয়ায় তার প্রাক্তন স্বামী ওবাইদুল্লাহ বিন জাহাশ মুর্তাদ হয়ে যাওয়ার পর একাকী ছিলেন। অত:পর সম্রাট নাজাশীর তত্ত্বাবধানে নবী [ﷺ] এর বিবাহ তাঁর সঙ্গে সম্পন্ন হয়। সম্রাট নাজাশী তাঁকে স্বর্ণমুদ্রা ৪০০ দীনার{এক কিলো সাত শত গ্রাম স্বর্ণ} আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে মোহরানা হিসেবে প্রদান করেছিলেন। উক্ত ঘটনা সন সপ্তম হিজরীতে সম্পাদিত হয়েছিল। আর একথাও বলা হয়ে থাকে যে, তা ষষ্ঠ হিজরীতে ঘটেছিল। হাদীস গ্রন্থে তাঁর ৬৫ টি হাদীস বর্ণিত পাওয়া যায়। তিনি সন ৪৪ হিজরীতে মদীনায় মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে অন্য মতও রয়েছে। তাঁকে আল বাকী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

*** ১৯ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ নামাজের মর্যাদা বর্ণনা। আর সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ নামাজের বিবরণ হচ্ছে নিম্নরূপ:

জোহর ফরয নামাজের পূর্বে চার রাকআত এবং পরে দুই রাকআত, মাগরিবের ফরয নামাজের পরে দুই রাতআত, এশার

ফরয নামাজের পরে দুই রাকআত এবং ফজরের ফরয নামাজের পূর্বে দুই রাকআত।

২। সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ নামাজের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। এবং যে ব্যক্তি এই নামাজগুলির প্রতি যত্নবান হবে, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

৩। শরীয়তের মধ্যে এই নামাজগুলির বিধান দেওয়া হয়েছে; ঈমাদার ব্যক্তির ঈমান বৃদ্ধি করার জন্য এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য।

٢٠) عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ:" مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا، حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ".

(جامع الترمذي: ٤٢٨)، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

২০। উম্মে হাবীবাহ [رَضِيَ اللهُ عَنْهَا] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ [ﷺ] কে বলতে শুনেছি,"যে ব্যক্তি জোহরের (ফরয নামাজের) পূর্বে চার রাকাআত এবং পরে চার রাকাআত নামাজ নিয়মিত ভাবে যত্ন সহকারে আদায় করবে, আল্লাহ তার প্রতি জাহান্নামকে হারাম করে দিবেন"। [জামে' তিরমিযী, হাদীস নং: ৪২৮] ইমাম তিরমিযী বলেন হাদীসটি হাসান সহীহ

*** ২০ নং হাদীস বর্ণনাকারীণী সাহাবীয়াহ এর পরিচয় ১৯ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে:**

*** ২০ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। জোহরের ফরয নামাজের পূর্বে চার রাকআত এবং পরে চার রাকআত নামাজের সংরক্ষণ করার প্রতি উৎসাহিত করণ।

২। নফল ইবাদত হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম।

৩। ইসলামের শিক্ষা আঁকড়ে ধরার সাথে সাথে, যে ব্যক্তি এই নফল নামাজগুলি পড়বে, তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার সুসংবাদ রয়েছে।

٢١) عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ :" إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ فِي مَسْجِدِهِ؛ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيباً مِنْ صَلاَتِهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْراً".

(صحيح مسلم : ٢١٠- (٧٧٨)).

২১। জাবের [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:“যে ব্যক্তি স্বীয় নামাজ মসজিদে আদায় করবে, সে যেন তার কিছু নামাজ নিজ বাড়ীতেও নির্দ্ধারিত করে। কেননা, তার নিজঘরে নামাজ আদায় করার কারণে, তার ঘরে আল্লাহ কল্যাণ ও বরকত প্রদান করবেন”। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১০- (৭৭৮)]

*** ২১ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় ৭ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে :**

*** ২১ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ এবং নফল নামাজ বাড়িতে পড়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান।

২। বাড়িকে বরকত ও মঙ্গলময় করে রাখার মাধ্যম হচ্ছে, স্থায়ীভাবে নফল নামাজের দ্বারা বাড়ি আবাদ রাখা।

৩। ইসলাম ধর্মে বাড়ি হচ্ছে বসবাস, ইবাদত [আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের] আনুগত্য এবং শিক্ষা প্রদানের স্থান।

٢٢) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ؛ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ". (صحيح البخاري: ١١٦٣).

২২। আবু কাতাদাহ ইবনে রিবয়ী' আল আনসারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম [ﷺ] বলেছেন: "তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, সে যেন দু'রাকআত নামাজ না পড়া পর্যন্ত না বসে "। [সহীহ বুখারী, হাদীস নংঃ ১১৬৩]

*** ২২ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়ঃ**

আবু কাতাদাহ বিন রিব্য়ী আল আনসারী একজন মহা গৌরবময় সাহাবী। তিনি ইসলামের বড় বড় যুদ্ধ ও অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন এবং নবী [ﷺ] এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিজে পাহারা দিতেন ও তত্ত্বাবধান করতেন। ওমার [رضي الله عنه] তাঁকে পারস্যের যুদ্ধে সেনাপতি নিযুক্ত করে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি সেই দেশের বাদশাহকে নিজ হাতে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর স্থান ও তারিখের বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। বলা হয়েছে যে, তিনি সন ৩৮ হিজরীতে কূফা শহরে মৃত্যুবরণ করেন এবং আলী [رضي الله عنه] তাঁর জানাযার নামাজ পড়ান। আবার একথাও বলা হয়েছে যে, তিনি মদীনায় সন ৫৪ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। এই বিষয়ে অন্য উক্তিও রয়েছে।

*** ২২ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। মসজিদে প্রবেশের আদব-কায়দার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে যে, মুলিম ব্যক্তির উচিৎ, সে যেন মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দুই রাকআত নামাজ পড়ে, যদিও জুমআর দিন হয় এবং জুমআর খুতবা চলতে থাকে।

২। যখন কোন নামাজের একামত হয়ে যাবে, তখন মুসলিম ব্যক্তির উচিত, সে যেন একা একা সুন্নাত নামাজ পড়তে লিপ্ত না হয়ে জামাআতে শামিল হয়।

৩। এই দুই রাকআত নামাজ [তাহিয়্যাতুল মসজিদ হিসেবে] মসজিদে ঢুকে বসার পূর্বে পড়ার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

٢٣) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷛ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ؛ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ؛ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيادَةُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى؛ فَقَدْ لَغَا ". (صحيح مسلم :٢٧-(٨٥٧)).

২৩। আবু হুরায়রাহ [﷛] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে যে, ব্যক্তি উত্তম রূপে ওযু সম্পাদন করে জুমআর নামাজ আদায় করতে এলো এবং নিরবে ও মনোযোগ দিয়ে (খুৎবা) শুনলো, তাহলে তার সংশ্লিষ্ট জুমআ হতে পরবর্তী জুমআর মধ্যবর্তী সময় এবং

আরও তিন দিনের ছোট গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কাঁকর স্পর্শ করল, সে অবান্তর কাজ করল"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭- (৮৫৭)]

*** ২৩ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়, ৬ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ২৩ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। জুমআর নামাযের জন্য পূর্ণভাবে ওযু করা, খুৎবা-বক্তৃতা বোঝার চেষ্টা করা, বিনয় নম্রতা ও একাগ্রতার সহিত ইবাদতের জন্য উপস্থিত হয়ে, চুপ থেকে মনোযোগ সহকারে খুৎবা শ্রবণ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা।

২। জুমআর নামাযের মর্যাদা বর্ণনা করা এবং তা সমস্ত ছোট গুণাহকে দূরীভূত করে।

৩। খুৎবা চলাকালীন সময় অযথা কাজ করা, ও অসার কথা বলা এবং যে সব বিষয় মন ও আত্মাকে ব্যাস্ত করে রাখে, তা হতে নিষেধ করা। উদাহরণস্বরূপঃ কংকর স্পর্শ করা, কিংবা নাক, কাপড়, দাড়ি এবং কার্পেট ইত্যাদি কাজে রত হওয়া নিষেধ।

٢٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَكَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ". (أَيْ: بِسُرْعَةٍ) أَيْ: يُخَفِّفُهُمَا. (صحيح البخاري :٩٩٥).

২৪। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম [ﷺ] রাতে [নফল] নামায দুই দুই (রাকআত) করে আদায় করতেন এবং এক রাকআত বিতর পড়তেন। আর তিনি ফজরের নামাযের পূর্বে হালকা ভাবে দু'রাকআত নামায পড়ে নিতেন। (অর্থাৎ উক্ত দু'রাকআত নামায হালকা ভাবে আদায় করতেন) [বুখারী, হাদীস নং: ৯৯৫]

*** ২৪ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় ১ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ২৪ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। দিন কিংবা রাতে নফল নামায পড়ার নিয়ম করা হয়েছে এবং তা দুই দুই রাকআত করে পড়া।

২। ন্যূনতম বেতেরের নামায হচ্ছে এক রাকআত। তাই আল্লাহর রাসূল [ﷺ] এর অনুকরণ হিসেবে, মুসলমানের জন্য পৃথকভাবে এক রাকআত বেতরের নামায পড়া বৈধ্য বা জায়েয।

৩। ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ লম্বা না করে হালকা করে পড়ার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া।

٢٥) عَنْ أَبِيْ مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ؛ لِيَتُوْبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا". (صحيح مسلم :٣١- (٢٧٥٩)).

২৫। আবু মুসা আল আশআরী [ﷺ] হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম [ﷺ] বলেছেন:“মহান আল্লাহ রাত্রে স্বীয় ক্ষমার হাত সম্প্রসারিত করেন, যেন দিনের বেলায় অন্যায়কারীরা তাওবা করে। আবার দিনের বেলায় তাঁর ক্ষমার হাত সম্প্রসারিত করেন, যাতে রাত্রের অন্যায়কারীরা তাওবা করে। সূর্য পশ্চিমাকাশে উদিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এমন করতেই থাকবেন ”। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৩১- (২৭৫৯)]

*** ২৫ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

আবু মুসা আব্দুল্লাহ বিন কাইস বিন সোলাইম আল আশয়ারী আল ইয়ামানী মক্কায় উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। অত:পর আবার ইয়ামানে ফিরে গিয়ে ইথিওপিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। খাইবার বিজয়ের পর তিনি আবার মদীনায় আসেন এবং বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। সাহাবীগণের মধ্যে সকলের চেয়ে অতি সুন্দর কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারতেন। এবং তিনি ইবাদতের ক্ষেত্রে, জ্ঞান ও পান্ডিত্যে এবং পরহেজগারীতায় প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। তিনি কূফা শহরে অথবা মদীনায় সন ৪৪ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন (ﷺ)।

*** ২৫ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। দিন ও রাতে যে কোন সময় সত্য [আন্তরিকতার সহিত] তওবা করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা।

২। তওবা করার জন্য অতি দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার; কেননা মানুষের মরণ হঠাৎ করে কখন এসে উপস্থিত হয়ে পড়বে, সে তা জানে না।

৩। মানুষ যেন তওবা করে, পাপ বর্জন করে হেদায়েত, সত্যের দিকে এবং কল্যাণের দিকে প্রত্যাবর্তন করে; কেননা তওবার দরজা পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় হওয়া পর্যন্ত খোলা থাকবে।

৪। তওবা কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহর করুণার মধ্যে রয়েছে প্রশস্ততা; তাই কোন মুসলমানের মরণের চিহ্ন গড়গড়া ইত্যাদি প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই তওবা করা ওয়াজিব; কেননা মরণের চিহ্ন নিশ্চিতভাবে প্রকাশ পাওয়ার পর, তওবা কবুল হওয়ার কোনই সুযোগ থাকবে না।

٢٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ :" مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ؛ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِيْ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ". (صحيح البخاري : ١٩٠٣).

২৬। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে [রোযাদার] মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যার অনুকূলে কাজ করা ত্যাগ করবে না, তার পানাহার ত্যাগের কোনই (মূল্য) আল্লাহর নিকট নেই "। [সহীহুল বুখারী, হাদীস নং: ১৯০৩]

*** ২৬ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়, ৬ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ২৬ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। মুসলিম ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে যে , সে যেন মহৎ চারিত্রিক গুণাবলীতে গুণান্বিত হয় এবং কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ সভাব থেকে দূরে থাকে।

২। মুসলিম ব্যক্তিকে তার রোযার নেকী ও সওয়াব নষ্ট করা হতে সতর্কীকরণ, যদি সে রোযার অবস্থায় মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা কথার অনুকূলে কর্ম পরিত্যাগ না করে।

৩। রোযার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরনিন্দা, চুগলি, মিথ্যা, খিয়ানত এবং অসচ্চরিত্র হতে বিরত থাকা । এবং যে স্থানে সৎ আমল ও চরিত্র নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে, সে স্থান থেকে দূরে থাকা।

٢٧) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ :" مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ؛ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ؛ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ". (صحيح مسلم : ١٧١- (١١٥٥)، ومثله في صحيح البخاري:٦٦٦٩).

২৭। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "কোন রোযাদার যদি রোযার অবস্থায় ভুলে খায় বা পান করে তবে সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে। কেননা তাকে আল্লাহই তো পানাহার করিয়েছেন"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ১৭১-(১১৫৫),

হাদীসটি অনুরূপ সহীহ বুখারীতেও উল্লেখ আছে, হাদীস নংঃ ৬৬৬৯]

*** ২৭ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় ৬ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ২৭ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। ইসলাম ধর্ম হচ্ছে রহমতের ধর্ম; তাই মুসলিম ব্যক্তির দ্বারা ভুলবশত যে সমস্ত কাজ ঘটে থাকে, তা থেকে আল্লাহ জটিলতা দূর করে দিয়েছেন। সুতরাং কোন রোযাদার ব্যক্তি ভুলে গিয়ে পানাহার করলে, তার রোযার কোন ক্ষতি হবে না এবং তাতে কোন প্রকার কাজা বা কাফ্ফারার প্রয়োজন নেই।

২। সাধ্যানুযায়ী রোযাদার ব্যক্তি নিজের রোযা রক্ষা করার জন্য সতর্ক থাকা এবং রোযা হতে কোন সময় গাফিল না হওয়া অপরিহার্য।

৩। মানব জাতির জন্য ইসলাম ধর্মে রয়েছে উদারতা ও উপযোগিতা, ভুল ভ্রান্তি পাকড়াও না করার ব্যাপারে, যদি তা অবহেলার কারণে না ঘটে থাকে।

٢٨) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: " أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضانِ، شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلاَةُ اللَّيْلِ".

(صحيح مسلم:٢٠٢- (١١٦٣)).

২৮। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "রামাযানের পর উত্তম রোযা হলো মোহার্‌রাম মাসের রোযা, আর ফরয নামাযের পর উত্তম নামায হলো রাতের (নফল) নামায"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০২-(১১৬৩)]

*** ২৮ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। মুহার্‌রাম মাসে নফল রোযা রাখা এবং রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করা।

২। রামাযান মাসের পর সর্বোত্তম রোযা হচ্ছে মুহার্‌রাম মাসের রোযা এবং ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হচ্ছে রাত্রের তাহাজ্জুদের নামায।

৩। নফল রোযা ও নামায মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের অন্তর্ভুক্ত।

٢٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا، سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى". (صحيح البخاري:٢٠٧٦).

২৮। জাবের [ﷺ] থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: " আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি দয়া করেন, যে ব্যক্তি ক্রয় - বিক্রয় কালে, পাওনা তলব করার সময় নমনীয়ভাব পোষণ করে "। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ২০৭৬]

*** ২৯ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় ৭ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ২৯ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য সমস্ত লেনদেনে কোমল আচরণ করা উত্তম পন্থা।

২। মানুষের সমস্ত বিষয় ও আচরণ সহজ করে দেওয়া, রহমত অর্জনের মাধ্যম।

৩। অধিকার বা পাওনা দাবি করার সময় নম্রতা অবলম্বন করা এবং কিছু অংশ ক্ষমা করে দেওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

٣٠) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ". (صحيح مسلم: ١٨- (٨٥٤)).

৩০। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। নবী করীম [ﷺ] বলেছেন: “যে সব দিনে সূর্য উদয় হয় তার মধ্যে জুমআর দিইন হলো উত্তম। এদিনেই আদম [আ:] কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এদিনেই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এদিনেই তাঁকে জান্নাত হতে বের করা হয়েছে। আর জুমআর দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে ”। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং:১৮-(৮৫৪)]

*** ৩০ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় ৬ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৩০ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। জুমআর দিনের বৈশিষ্ট ও তার মর্যাদার বিবরণ; এই দিনে বেশি বেশি সৎকর্ম সম্পাদন করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা।

২। জুমআর দিনে বড় বড় ঘটনা ঘটেছে, যেমন: আদম [আ:] এর সৃষ্টি এবং তাঁর জান্নাতে প্রবেশ ও জান্নাত হতে বের হওয়া। আবার জুমআর দিনেই কেয়ামত কায়েম হবে; সুতরাং জুমআর দিনটি এক গুরুত্বপূর্ণ দিন।

৩। পাপের কাজে এই দিনটি নষ্ট না হয়ে যায়, সে বিষয়ে খেয়াল রাখা দরকার।

٣١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ". (صحيح مسلم: ١٠٥- (٢٠٢٠)).

৩১] আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:“তোমাদের কেউ খাদ্য গ্রহণ করলে, সে যেন তার ডান হাতে খায় এবং যখন পান করবে সে যেন তার ডান হাতে পান করে। কেননা শয়তান তার বাম হাতে খায় ও পান করে”। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং:-১০৫-(২০২০)]

*** ৩১ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় ১ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৩১ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। ডান হাতে পানাহার করার আদেশ প্রদান করা হয়েছে; তাই ডান হাতেই পানাহার করা ওয়াজিব।

২। পানাহারে শয়তানের অনুকরণ হতে সতর্কীকরণ।

৩। বাম হাতে পানাহার করা পরিত্যাগ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা; কেননা ডান হাত হচ্ছে সম্মানিত কাজের জন্য, আর বাম হাত হচ্ছে ঘৃনিত বস্তু ও নাপাক বস্তু দূর করার কাজের জন্য।

٣٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ :" لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ " فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنِّيْ أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِيْ جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِيْ تُرِيْدُ الْحَجَّ؛ فَقَالَ: "اخْرُجْ مَعَهَا" . (صحيح البخاري: ١٨٦٢).

৩২। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী করীম [ﷺ] বলেছেন:"কোন স্ত্রীলোক, সঙ্গে মাহরাম ছাড়া সফর করবে না এবং কোন পুরুষ কোন স্ত্রীলোকের কাছে তার মাহরাম ছাড়া একাকী প্রবেশ করবে না। একথা শুনে এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্ত্রী হজ্জ করার ইচ্ছা করেছে, আর আমি অমুক অমুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য ইচ্ছা করেছি (নির্দেশিত হয়েছি)। একথা শুনে আল্লাহর রাসূল তাকে বললেন, তুমি

যাও তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ করো"। [সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং: ১৮৬২]

*** ৩২ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় ৪ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৩২ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। মাহরাম ছাড়া স্ত্রীলোকের জন্য সফর-ভ্রমন করা নিষেধ।

২। ফেতনা এবং অমঙ্গল হতে বেঁচে থাকার জন্য, মাহরাম ছাড়া কোন ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে নিরিবিলিতে অবস্থান করা হতে, সতর্ক থাকা ওয়াজিব বা অপরিহার্য।

৩। মাহরাম বা স্বামী ছাড়া মুসলিম মহিলার জন্য হজ্জের সফর করাও অবৈধ।

٣٣) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: "كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ، أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ وَخَفَضَ، أَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ". (سنن أبي داود: ٥٠٢٩)، هذا حديث حسن صحيح.

৩৩। আবু হুরাইরাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] যখন হাঁচি দিতেন, মুখের উপর নিজের হাত বা কাপড় রাখতেন এবং হাঁচির আওয়াজ নিচু বা নিম্নগামী করতেন। [সুনান আবু দাউদ,হাদীস নং: ৫০২৯] হাদীসটি হাসান ও সহীহ

*** ৩৩ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় ৬ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৩৩ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। ইসলাম ধর্মে হাঁচি দেওয়ার আদব-কায়দা হচ্ছে যে, বাম হাত দিয়ে অথবা পাগড়ী, গামছা, রুমাল ইত্যদির দ্বারা নম্রতার সাথে মুখ ঢেকে নেওয়া উচিৎ; যেন পার্শের কোন লোকের দিকে থুথু ইত্যাদি ছিটে না পড়ে যায়।

২। হাঁচি দেওয়ার সময় অন্যান্য লোকের খেয়াল রাখা প্রয়োজন এবং সাধারণ সুস্থতার ও পরিস্কার পরিছন্ন পরিবেশের সংরক্ষণ করা উচিৎ। এবং তা প্রতিটি স্থানে যেমন: বাড়ি, অফিস, মসজিদ,মজলিস ইত্যাদি সকল জায়গায়; সুতরাং কোন ব্যক্তির জন্য কোন ব্যক্তিকে বিরক্তিকর আওয়াজের দ্বারা এবং ঘৃণিত দূষিত, জীবাণু যুক্ত রোগ বহণকারী, নাকের অথবা মুখের পানি দ্বারা, কষ্ট দেওয়া জায়েয নয়।

৩। হাঁচি দেওয়ার সময় আওয়াজকে কম করা হচ্ছে সচ্চরিত্রের উত্তম গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

٣٤) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ".

(صحيح مسلم: ٥٦- (٢٩٩٤)).

৩৪। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। নবী করীম [ﷺ] বলেন:"হাই উঠার ব্যপারটি শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। কাজেই তোমাদের কারো হাই উঠার উপক্রম হলে, সে যেন তা সাধ্যমত চেপে রাখার চেষ্টা করে"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৫৬- (২৯৯৪)]

*** ৩৪ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় ৬ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৩৪ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। বাম হাত দিয়ে অথবা কোন রুমাল ইত্যাদি দ্বারা হাই রোধ করার প্রতি খেয়াল রাখা উচিৎ।

২। সব ক্ষেত্রে বা বিষয়ে ইসলামী আদব-কায়দা আঁকড়ে ধরে থাকা, শ্রেষ্ঠতর চারিত্রিক গুণাবলী অবলম্বন করার চিহ্ন।

৩। অধিক পানাহার না করাই উত্তম; কেননা তা হচ্ছে শরীর ভারী রাখার ও অলসতার উৎস।

٣٥) عَنْ أَبِيْ طَلْحَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ ". (صحيح البخاري: ٣٣٢٢).

৩৫। আবু তাল্হা [ﷺ] নবী করীম [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম [ﷺ] বলেছেন: “যে ঘরে কুকুর অথবা ছবি থাকবে, সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করবেন না ”। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং:৩৩২২]

*** ৩৫ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

আবু তাল্হা য্যাইদ বিন সাহ্ল আল আনসারী একজন বিখ্যাত গৌরবময় সাহাবী। রাসূল [ﷺ] এর সঙ্গে সমস্ত যুদ্ধে তিনি যোগদান করেছেন। বিশিষ্ট সাহসী যোদ্ধা এবং তীর-বর্শা নিক্ষেপে বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন।

আল্লাহর রাসূল [ﷺ] এর তিনি বড় অনুরাগি ছিলেন। নবী [ﷺ] ও তাঁকে এতই ভালবাসা দেখিয়েছেন যে, তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। তাই তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হতেন। আবু তালহা (رضي الله عنه) নিজ হাতে নবী [ﷺ] এর কবর (লাহদ কবর) খনন করেছিলেন। আবু তালহার মৃত্যু সন ৩২ অথবা ৩৪ হিজরীতে শাম দেশে হয়েছে। অন্য মতে মদীনাতে ৭০ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। কোন কোন মতে তিনি ৫১ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন (رضي الله عنه)।

*** ৩৫ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। কুকুর এবং চিত্র এমন অনিষ্টকর খারাপ জিনিস যে, এ গুলিকে ফেরেশতারাও ঘৃণা করেন।

২। এই হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, যে সমস্ত বাড়ি বা স্থানে কুকুর অথবা ছবি থাকে, সে সব বাড়ি বা স্থানে [রহমতের] ফেরেশতা প্রবেশ করেন না। সুতরাং কুকুর এবং ছবি হচ্ছে রহমত থেকে মানুষের মাহরুম [বঞ্চিত] হওয়ার একটি কারণ।

৩। কুকুরের মাধ্যমে ধ্বংসকারী বিভিন্ন প্রকার রোাগ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে; তাই যথা সম্ভব কুকুর দূরে রাখা ওয়াজিব।

৪। যে সমস্ত জীবের ফটোর দ্বারা মানুষের হারাম কামনা উত্তেজিত হয়, অবৈধ আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং ইসলামী আদব-কায়দা লংঘন করা হয়, সে সমস্ত ফটো মোবাইলের মধ্যে অথবা অন্যান্য যন্ত্রপাতিতে যেমন ভিডিও, কমপিউটার ইত্যাদির মধ্যে সংরক্ষণ করে রাখা বৈধ নয়।

٣٦) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ". (صحيح مسلم: ١٩- (٢٥٥٦)).

৩৬। জুবাইর বিন মুতয়ে'ম [ﷺ] থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:" আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ১৯- (২৫৫৬)]

*** ৩৬ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

জুবাইর বিন মুতয়ে'ম বিন আদী বিন নওফাল আল কুরাশী। তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশের একজন বিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তি। নবী করীম [ﷺ] যখন তায়েফ হতে মক্কায় ফিরে এসেছিলেন, তখন জুবাইর এর পিতা মুতয়ে'ম বিন আদী তাঁকে রক্ষা করে আশ্রয় প্রদান করেন। এবং তিনি বয়কটের

অঙ্গীকার নামার দলীলটি নিজ হাতে ছিঁড়ে ফেলেন। জুবাইর বিন মুতয়ে'ম মক্কা বিজয়ের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৬০ টি। তিনি মদীনায় সন ৫৭ হিজরীতে এবং অন্য মতে সন ৫৯ হিজরীতে মোয়াবিয়ার খেলাফতের আমলে মৃত্যু বরণ করেন [ﷺ]।

*** ৩৬ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। আত্মীয়তা-সম্পর্ক ছিন্ন করা হতে সতর্কীকরণ।

২। আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে; কেননা তা হচ্ছে মঙ্গল ও বরকত হাসিলের [অর্জনের] একটি মাধ্যম।

৩। আত্মীয়তা-সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি অতি সত্তর ও দ্রুত বেগে হয়ে থাকে।

٣٧) عَنْ أَنَسٍ بْنَ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ:

"مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً وَاحِدَةً، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ

صَلَوَاتٍ، وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ" . (سنن النسائي: ١٢٩٧)، هذا حديث صحيح.

৩৭। আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন যে "যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার প্রতি দশবার রহমত অবতীর্ণ করবেন, তার দশটি পাপ হ্রাস-মাফ করা হবে আর তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে"। [সুনান নাসয়ী, হাদীস নং:১২৯৭] হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

*** ৩৭ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় ১১ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে:**

*** ৩৭ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। রাসূল [ﷺ] এর প্রতি দরূদ পাঠ করার মর্যাদা এবং দরূদ পড়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে ।

২। নবী [ﷺ] এর প্রতি বেশি বেশি দরূদ পাঠ করা হচ্ছে রহমত ও ক্ষমা অর্জনের এবং মহান আল্লাহর কাছে উচ্চ মর্যাদা অর্জনের একটি মাধ্যম।

৩। নবী [ﷺ] এর সম্মান রক্ষা করা হয় তাঁর প্রতি দরূদ পাঠের মাধ্যমে, তাঁকে ভালবাসার মাধ্যমে এবং তাঁর ধর্ম, বিধান, চরিত্র এবং আচরণের অনুকরণের মাধ্যমে।

٣٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:" لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ". (صحيح البخاري: ٥٩٣٧).

৩৮। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "পরচুলা ব্যবহারকরিণী, তা প্রস্তুতকারিণী, উল্কি অংকনকারিণী এবং যে নারী উল্কি অংকন করায় তাদের সকলকে আল্লাহ লা'নত-অভিসম্পাত করেছেন"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৫৯৩৭]

*** ৩৮ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় ১ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে:**

*** ৩৮ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। কোন মহিলার চুলের সাথে অন্যচুল বা অন্য কোন বস্তু সংযুক্ত করা হতে সতর্কীকরণ।

২। যারা শরীরের যে কোন অঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করতে চায় এবং যারা উলকি উৎকীর্ণের কাজ সম্পাদন করে থাকে, তাদের উভয়ের জন্য উলকি উৎকীর্ণ করা বা করোনো হারাম।

উলকি হচ্ছেঃ সুচের সাহায্যে শরীরের কোন অঙ্গে অংকিত করে রক্ত বের হওয়ার পর, সে স্থানে সুরমা ইত্যদি দিয়ে সবুজ রঙের স্থায়ী নকশা বা চিত্র তৈরী করার নাম।

মুসতাওশিমাহ বলা হয়, সেই মহিলাকে, যে মহিলা উলকি চিহ্ন করতে ইচ্ছুক। **অশিমাহ** বলা হয় সেই মহিলাকে, যে মহিলাটির দ্বারা উলকি অংকিত করা হয়।

৩। আল্লাহ মানুষকে যে রূপে সৃষ্টি করেছেন সেটি সৌন্দর্য সাধনের উদ্দেশ্যে, পরিবর্তন করা থেকে, সতর্ক হওয়া ওয়াজিব। তবে শরীরের কোন অঙ্গ খারাপ হয়ে গেলে, চিকিৎসার মাধ্যমে তা ঠিক করে নেওয়া বৈধ।

٣٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:" لَعَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ". (صحيح البخاري: ٥٨٨٥).

৩৯। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ [ﷺ] নারীদের অনুকরণকারী পুরুষদের এবং পুরুষদের অনুসরণকারিণী নারীদের অভিসম্পাত করেছেন"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৫৮৮৫]

*** ৩৯ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় ৪ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছেঃ**

*** ৩৯ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। বেশবিন্যাসে, গুণাবলীতে এবং আচার-ব্যবহারে পুরুষগণ নারীদের মত হওয়া এবং নারীদের পুষদের মত হওয়া হারাম।

২। এই ধরণের বৈপরীত্য আচরণ নারী-পুরুষকে আল্লাহর প্রদত্ত স্বাভাবিক সুন্দর আকৃতি ও চরিত্র হতে বহিস্কৃত করে দেয়।

৩। পুরুষরা নারীদের অনুকরণ করা এবং নারীদের পুরুষদের অনুকরণ করা হচ্ছে, স্বাভাবিক নিয়ম লংঘন করে, বক্রতায় নিমজ্জিত হয়ে, নারী পুরুষের সম্মান নষ্ট করা হয়। (তাই একাজটি অবশ্যই বর্জনীয়) ।

٤٠) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:" يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُوْلُ دَعَوْتُ، فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِيْ ". (صحيح البخاري: ٦٣٤٠).

৪০। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “তেমাদের কারো দোয়া’ কবুল করা হবে যতক্ষণ সে তাড়াহুড়া না করবে। সে বলে থাকে: আমি (আল্লাহ কাছে) দোয়া’ করেছিলাম কিন্তু আমার দোয়া কবুল করা হয়নি”। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং:৬৩৪০]

*** ৪০ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় ৬ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৪০ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। নিজের বৈধ ইচ্ছা পূরণ করার উদ্দেশ্যে, দো'য়ায় রত থাকার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে ।

২। এ কথার প্রতি ঈমান রাখা ওয়াজিব যে, আল্লাহ অবশ্যই দোয়া'কারীর দোয়া' কবুল করবেন। কিংবা আকাংখিত বস্তুর চেয়ে উত্তম বস্তু প্রদান করবেন। অথবা সেই দোয়ার মাধ্যমে তার কোন অমঙ্গল বস্তু দূর করে দিবেন। অথবা তার পরকালের কল্যাণের জন্য তা জমা করে রাখবেন। তাই কোন অবস্থাতেই আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ হতে নিরাশ হওয়া বৈধ নয়।

৩। তাড়াতাড়ি [কোন জিনিস] পেতে চাওয়ার কারণে, দোয়া' পরিত্যাগ করা এবং দোয়া' করা হতে বিমুখ হয়ে থাকা, দোয়া কবুল না হওয়ার একটি কারণ হয়ে দাড়ায়।

٤١) عَنْ أَبِيْ مُوسَى ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ، وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ".

(صحيح البخاري: ٦٤٠٧).

৪১। আবু মুসা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন। নবী করীম [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি তার রবকে [প্রতিপালককে] স্বরণ করে, আর যে ব্যক্তি তার রবের [প্রতিপালককের] স্মরণ করে না, তাদের উভয়ের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃতের ন্যায়"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৬৪০৭]

*** ৪১ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ২৫ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে:**

* ৪১ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১। এই হাদীসে আল্লাহর অধিক জিকরে [স্মরণে] মগ্ন থাকার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে; কেননা সুখময় অন্তরের জীবন ধারণ আল্লাহর যিকরে [স্মরণের] উপর নির্ভর করে।

২। এই হাদীসে আল্লাহর জিকরের [স্মরণের] মর্যাদার উল্লেখ রয়েছে; তাই যে ব্যক্তি তার প্রভুর জিকরে [স্মরণে] থাকবে তার বাহ্যিক অবস্থা ও আধ্যাত্মিক অবস্থা আল্লাহ তায়া'লার পরিচয় লাভের মাধ্যমে জীবিত থাকবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকর [স্মরণ] থেকে দূরে থাকবে, সে ব্যক্তি মঙ্গলদায়ক কর্ম হতে বিমুখ হয়ে যাবে। সুতরাং তার দ্বারা উপকার খুব কম হবে বা শূন্য হয়ে যাবে। আর এই কারণেই তার উপমা মৃত ব্যক্তির সঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

৩। আল্লাহ তায়ালার জিকর [স্মরণ] সম্পাদন মুখ, ধ্যান এবং অঙ্গ প্রতঙ্গের কর্মের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

٤٢) عَنْ جَابِرٍ ﷺ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:" إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ، وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ". (صحيح مسلم: ١٣٤- (٨٢)).

৪২। জাবের [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম [ﷺ] কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: "ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হলো নামায ছেড়ে দেওয়া "। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং:১৩৪-(৮২)]

*** ৪২ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৭ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে:**

*** ৪২ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। ফরয নামাযের জন্য সব অবস্থাতেই এবং সকল পরিস্থিতিতে সাধ্যানুযায়ী যত্নবান হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

২। নামাযের ব্যাপারে অবহেলা করা হতে সতর্কীকরণ। কেননা মুসলমানের যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন অবস্থাতেই নামায পরিত্যাগ করা জায়েয নেই। এই জন্য যে, তাকে শরীয়ত মেনে চলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষ হিসেবেই গণ্য করা হয়।

৩। ইসলাম ধর্মে নামাযের গুরুত্ব ও তার মহা মর্যাদার বিবরণ উল্লেখের বিষয় রয়েছে; তাই ইহা হচ্ছে মুসলিম হওয়ার প্রকাশ্য পরিচয় এবং ইহা বর্জন করাটা হচ্ছে কুফরীর প্রমাণ।

٤٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِيْ السَّحُورِ بَرَكَةً".

(صحيح البخاري: ١٩٢٣).

৪৩। আনাস ইবনে মালিক [ﷺ] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী করীম [ﷺ] বলেছেন: "তোমারা সাহ্‌রী খাও। কেননা সাহরীতে বরকত রয়েছে"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং: [১৯২৩]

*** ৪৩ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ১১ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছেঃ**

*** ৪৩ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। ভোর রাতে ফজর হওয়ার পূর্বে সাহরী পানাহার করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

২। শরীয়তের মধ্যে সাহরী খাওয়ার বিধান এসেছে বরকত অর্জন করার জন্য।

৩। সাহরী খাওয়ার মাধ্যমে বরকত অর্জনের লক্ষণ হচ্ছে যে, সাহরী খাবার রোযাদারকে শক্তিদান করে, তার মধ্যে তৎপরতা নিয়ে আসে এবং তার জন্য রোযা রাখা সহজ করে দেয়।

৪। সাহরী পানাহারের জন্য খুব বেশি সরঞ্জাম না করাই উত্তম।

٤٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

" إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةٌ، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ".

(صحيح البخاري: ٦٢٨٨).

৪৪। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যখন তিনজন লোক এক সাথে থাকবে, তখন যেন একজনকে বাদ দিয়ে অন্য দু'জন গোপনে পরামর্শ না করে "। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৬২৮৮]

*** ৪৪ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে:**

*** ৪৪ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। ইসলামী আদব-কায়দার মধ্যে এটা রয়েছে যে, এক মুসলিম ব্যক্তি যেন তার অন্য মুসলিম ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করে এবং তাকে যেন কোনভাবেই তুচ্ছ জ্ঞান না করে।

২। কোন সফরে হোক বা শহরে, এক সঙ্গে যখন তিনজন মানুষ থাকবে, তখন তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে যেন দুইজনে কথা না বলে; কেননা এর দ্বারা তার মনে দু:খ হবে ও কষ্ট হবে। এবং কোন ব্যক্তির মনে কষ্ট দেওয়া হারাম।

৩। ইসলাম ধর্ম সকল মুসলিম নারী-পুরুষের মধ্যে ভালবাসা, ন্যায়বিচার এবং সাম্য প্রতিষ্ঠা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে।

সুতরাং কোন পরিবার বা কোন সমাজের মধ্যে কোন মানুষকে অবহেলা করে ফেলে রাখা বৈধ নয়।

৪। তৃতীয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে যেমন দুই জন মিলে গোপনে কথা বলা নিষিদ্ধ, অনুরূপ ভাবে চতুর্থ ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে তিনজন মিলে গোপনে কথা বলাও নিষিদ্ধ। ইহা হচ্ছে ভাল কাজের জন্য গোপনে কথা বলার ক্ষেত্রে। কিন্তু অন্যায় কাজের জন্য গোপনে কথা বলার বিষয়টি সাধারণ ভাবে সব সময়ের জন্য হারাম।

٤٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيْهِ". (جامع الترمذي: ٢٣١٧)، هذا حديث صحيح.

৪৫। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “অশোভনীয় [গুরুত্বহীন] কাজ পরিহার করা মানুষের ইসলামের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত”। [জা’মে তিরমিযী, হাদীস নং: ২৩১৭] হাদীসটি সহীহ।

*** ৪৫ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় ৬ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** ৪৫ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। অন্যান্য লোকদের নিজস্ব কাজে হস্তক্ষেপ না করার প্রতি এই হাদীসে উৎসাহ পাওয়া যায়।

২। মুসলিম ব্যক্তি যেন অন্য কোন লোকের গোপন বিষয় জানার জন্য গোয়েন্দাগিরি বা তার চেষ্টা না করে।

৩। অন্য কোন লোকের নিজস্ব ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাটা, পরিবার ও সমাজের বিভিন্ন লোকদের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টির একটি কারণ হয়ে দাড়ায়; সুতরাং এটি বর্জন করাই উত্তম।

৪। এই হাদীস দ্বারা সৎ কাজের আদেশ প্রদান করা এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা, পরিত্যাগ করার প্রমাণ বহন করে না। কেননা এই বিষয় দু'টি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট। তাই বিষয় দু'টি সব জায়গাতে ও সব সময়ে প্রয়োগ প্রযোজ্য।

٤٦) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : "لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ". (صحيح البخاري: ٧٣٧٦).

৪৬। জারির ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া করে না, আল্লাহ তাকে দয়া করবেন না"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৭৩৭৬]

*** ৪৬ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

জারীর বিন আব্দুল্লাহ আল-বাজালী আল-ইয়ামানী। তিনি তাঁর বংশের একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। দশম হিজরীর পূর্বেই তিনি ইসলাম কবুল করেন। তাঁর আকৃতির সৌন্দর্য ও উৎকর্ষের কারণে তাঁকে এই উম্মতের ইউসূফ নামে আখ্যায়িত বা আখ্যাত করা হয়েছে। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা প্রায় ১০০ টি। তিনি সন ৫৪ হিজরীতে অন্য মতে সন ৫১ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন [ﷺ]।

*** ৪৬ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। ইসলাম ধর্ম দয়া ও ভালবাসার ধর্ম; তাই প্রত্যেক নারী-পুরুষ ও সকল মুসলমান একজন অন্যের প্রতি দয়া করা অপরিহার্য।

২। নিজ ঘরে,পরিবার-পরিজনের সাথে এবং সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের সাথে সহানুভূতিশীল আচরণ করা উচিৎ।

৩। কঠিন পদ্ধতি ও নিষ্ঠুরতা উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়; তাই এগুলো হতে দূরে থাকা ওয়াজিব।

٤٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِيْ؟ قَالَ: " إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا". (صحيح البخاري: ٢٥٩٥).

৪৭। আয়েশা [رَضِيَ اللهُ عَنْهَا] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দুই [ঘর] প্রতিবেশি রয়েছে। এদের মধ্যে কাকে আমি হাদিয়া-উপহার দিব? তিনি উত্তরে বলেন:“তাদের উভয়ের মধ্যে যার ঘরের দরজা

তোমার বেশি নিকটে তাকে”। [সহীহ্ বুখারী, হাদীস নংঃ ২৫৯৫]

*** ৪৭ নং হাদীস বর্ণনাকারীণী সাহাবীয়াহ এর পরিচয় পূর্বে ৯ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছেঃ**

*** ৪৭ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। সমাজের সকল প্রতিবেশীর উপকার করা সম্ভব না হলেও, নিকটতম প্রতিবেশীর উপকার করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

২। বিদেশী অপরিচিত লোকদের পূর্বে নিকটাত্মীয়কে উপহার দেওয়া উচিৎ। অত:পর সমস্ত দিকদিয়ে প্রতিবেশীগণ যদি একই পর্যায়ের হয়ে থাকেন, তাহলে যে পড়শির বাড়ি এবং দরজা নিকটবর্তী তাকেই হাদীয়া দেওয়া উত্তম।

৩। হাদীয়া দেওয়ার কারণে হাদীয়া প্রদানকারীর প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি হয়।

٤٨) عَنْ عُثْمَانَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:" خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ". (صحيح البخاري: ٥٠٢٧).

৪৮। ওসমান [ﷺ] থেকে বর্ণিত। নবী করীম [ﷺ] বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ যে নিজে কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয়"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৫০২৭]

*** ৪৮ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

ওসমান বিন আফ্ফান বিন আবীল আস আল-কুরাশী। হস্তী বাহিনীর ছয় বছর পর তিনি মক্কা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। আল্লাহর রাসূল [ﷺ] নবুওয়াত প্রাপ্ত হওয়ার পরে পরেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিতি হচ্ছেন আমীরুল মুমিনীন এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের তৃতীয় খলিফা। তিনি নিজ স্ত্রী আল্লাহর রাসূলের মেয়ে রোকাইয়্যাহকে সঙ্গে করে সর্ব প্রথম আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। তিনি নিজের জান ও মাল দ্বারা ইসলামের সাহায্য করেন। তাবুক যুদ্ধে সৈন্য বাহিনী তৈরীর জন্য ৯৫০ টি উষ্ট্র এবং ৫০ টি ঘোড়া প্রদান করেন। ২০ হাজার মুদ্রা দিয়ে মদীনার রোমাহ কুয়া ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য সাদাকাহ জারিয়াহ হিসেবে দান করে দেন। সমজিদে নববীর প্রশস্ত করণে ২৫ হাজার মুদ্রা দান করেন। ওমার [ﷺ] এর মৃত্যুর পর মুসলিম জাহানের তিনি তৃতীয় খলিফা নিযুক্ত হন। তিনি পবিত্র কুরআন একত্রিত করার কাজ সম্পন্ন করেন। তাঁর খেলাফতের সময় এশিয়া মহাদেশ ও অফ্রিকা মহাদেশে মহা

বিজয়ের কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হচ্ছে ১৪৬ টি। তিনি মাদীনায় স্বীয় বাসভবনে দুষ্কৃতিকারী পাপাচারিদের হাতে সন ৩৫ হিজরীতে ৮০ অথবা ৯০ বছর বয়সে শাহাদত বরণ করেন (ﷺ)।

*** ৪৮ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। কুরআনের জ্ঞান তাজবীদসহ অর্জন করে, তার শিক্ষাদান করা এবং তার বিধি-বিধান উপলব্ধি করে জেনে নেওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা।

২। সর্বোত্তম আমলের মধ্যে রয়েছে, একনিষ্ঠতার সহিত কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা এবং তা অন্যদেরকে শিক্ষাদান করা।

৩। কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা এবং তা অন্যদেরকে শিক্ষা দেওয়া মঙ্গল, শান্তি ও বরকত লাভ করার একটি মাধ্যম।

٤٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ "

. (صحيح مسلم: ٧٤- (٢٠٠٣)).

৪৯। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:“প্রতিটি নেশাদায়ক বস্তু মদ্য এবং প্রতিটি নেশাদায়ক বস্তুই হারাম”। [সহীহ মসলিম, হাদীস নং: ৭৪-(২০০৩)]

*** ৪৯ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ১ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে:**

*** ৪৯ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। যে কোন মাদকদ্রব্য সেবন করা হতে সতর্কীকরণ; কেননা এগুলোর দ্বারা স্বাস্থ্য, অর্থ, পরিবার ও সমাজের ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে।

২। মদ্য এবং জ্ঞানের ক্ষতিকর সমস্ত প্রকার মাদকদ্রব্য সেবন করা নিষিদ্ধ।

৩। জ্ঞান, মন, শরীর, অর্থ এবং পরিবেশকে নিরাপদে রাখার জন্য যত্নবান হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা; তাই যে সমস্ত বস্তুর দ্বারা এগুলোর ক্ষতি হবে, সে সমস্ত বস্তু ব্যবহার করা হারাম।

٥٠) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: " أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الجَنَّةِ، وَأَنَا أَكْثَرُ الأَنبِيَّاءِ تَبَعاً". (صحيح مسلم: ٣٣٠- (١٩٦)).

৫০। আনাস ইবনে মালিক [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"(কিয়ামাতের দিন) লোকদের জান্নাতে প্রবেসের জন্যে; আমিই তাদের সর্বপ্রথম সুপারিশকারী। আর আমার অনুসারীর সংখ্যা হবে সমস্ত নবীদের অনুসারীর চেয়ে অধিক "। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৩৩০-(১৯৬)]

*** ৫০ নং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ১১ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে:**

*** ৫০ নং হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। এই হাদীসে আল্লাহর রাসূল [ﷺ] এর মহা সম্মান ও উৎকৃষ্ট মর্যাদার বিবরণ রয়েছে। সুতরাং আল্লাহর অনুমতিতে তিনিই

হবেন, জান্নাতবাসীদের জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য, প্রথম সাফাআতকারী [সুপারিশকারী]।

২। এই হাদীস দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, নবী মুহাম্মদ [ﷺ] এর অনুসরণকারীগণ সকল নবীর অনুসরণকারীর চেয়ে বেশি; তাই তাঁর অনুসারীর সংখ্যাও সমস্ত নবীর অনুসারীর চাইতে বেশি হবে।

৩। আল্লাহর রাসূল [ﷺ] এর শাফাআত [সুপারিশ] এমন ঈমানদার ব্যক্তিদের জন্য হবে, যারা আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি ঈমান স্থাপন করে, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী আমল করবে।

প্রবাসীদের মাঝে ১ম হাদীস প্রতিযোগিতা
১৪৩৩ হিজরী

গ্রুপ	হাদীসের পাঠ্যসূচী
১ম গ্রুপ	**৫০টি হাদীস** ধারাবাহিকভাবে ১ নং হাদীস থেকে ৫০ নং হাদীস পর্যন্ত।
২য় গ্রুপ	**৪০ টি হাদীস** ধারাবাহিকভাবে ১নং হাদীস থেকে ৪০ নং হাদীস পর্যন্ত।
৩য় গ্রুপ	**২৫টি হাদীস** ধারাবাহিকভাবে ১ নং হাদীস থেকে ২৫ নং হাদীস পর্যন্ত।
৪র্থ গ্রুপ	**১৫ টি হাদীস** ধারাবাহিকভাবে ১ নং হাদীস থেকে ১৫ নং হাদীস পর্যন্ত।
৫ম গ্রুপ	**১০ টি হাদীস** ধারাবাহিকভাবে ১ নং হাদীস থেকে ১০ নং হাদীস পর্যন্ত।

সাধারণ শর্তাবলী

১) যে কোন নারী বা পুরুষ প্রতিযোগী উর্দু, বাংলা, হিন্দী, ইন্দুনিসি ও ফিলিপাইনী ভাষার যে কোন একটি গ্রুপে [ভাষায়] অংশগ্রহণ করতে পারবেন। [একই ব্যক্তি কোন ক্রমেই একের অধিক গ্রুপে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না।]

২। প্রত্যেক গ্রুপ বা স্তরের জন্য হিফজুল হাদীসের সিলেবাস নির্ধরিত রয়েছে।

৩। হাদীস মুখস্থ শুনানোর সময় একামা বা পাসপোর্টের ফটোকপি সাথে নিয়ে উপস্থিত হতে হবে। কেননা বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ এর মানদন্ড হবে একামা বা পাসপোর্টের নাম ও নম্বর অনুযায়ী।

৪। প্রতিযোগীকে অবশ্যই মোবাইল বা ফোন নম্বর সঠিকভাবে লিখতে হবে। কারণ বিজয়ীদেরকে মোবাইল বা ফোনে পুরস্কার বিতরণের তারিখ ও স্থান জানানো হবে।

৫। প্রতিযোগিতা শুরু হবে ১৪/৬/১৪৩৩ হিজরী মোতাবেক ৫/৫/২০১২ইং তারিখে। নির্ধারিত স্থানে বিজ্ঞপ্তি বোর্ড দ্বারা মুখস্থ শুনানোর সময় জানানো হবে।

৬। প্রত্যেক স্তরের বিজয়ীদের সর্বাধিক নম্বর প্রাপ্ত প্রথম ১০ জনকে পুরস্কৃত করা হবে। এবং বিজয়ীদের মাঝে পরীক্ষার নম্বর সমান হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারণ করা হবে।

৭। প্রবাসীদের শিশুরাও [বালক ও বালিকা] নির্ধারিত যে কোন একটি স্তর বা গ্রুপে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

৮। প্রতিযোগিতায় প্রতেক অংশ গ্রহণকারীকে অংশগ্রহণের জন্য নগদ উৎসাহজনক পুরস্কার প্রদান করা হবে।

৯। পুরুষ প্রতিযোগীগণ রাবওয়া ইসলামিক সেন্টারের প্রধান কার্যালয় ও অফিসের অধীনে পরিচালিত তা'লিম বা শিক্ষা বিভাগে মুখস্থ শুনাতে পারবেন। আর মহিলাগণ হাইউল ওয়ারাতের দারু আতেকা মহিলা হিফজ খানা ও হাইউল মালাজের মাদরাসাতু নূরুল কুরআনে মুখস্থ শুনাতে পারবেন।

১০। হিফজুল হাদীস সিলেবাসের মূল আরবীর অনুবাদ সহ অডিও কপি সংগ্রহের জন্য নিম্নের ওয়েব সাইটে ভিজিট করুন। www.islamhouse.com

১১। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের নাম ১৪৩৩ হিজরীর রজব মাসের শেষে অফিস কার্যালয়ে এবং নিম্নের www.islamhouse.com ওয়েব সাইটে ঘোষণা করা হবে।

১৩। কোন বিজয়ী পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের পর দশ দিনের মধ্যে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলে, কোন অবস্থাতেই তিনি তার পুরস্কার দাবি করতে পারবেন না।

১৪। বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিম্নের নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। ফোন: ৪৪৫৪৯০০/৩০৬,২৪১ মোবাইল: ০৫৬৬৪৯৫০০২, ০৫০৬১১৩৬৯৩, ০৫০৯২৬৪৬১২।

প্রবাসীদের মাঝে ১ম হিফজুল হাদীস প্রতিযোগিতার পুরস্কার–১৪৩৩ হি:

বিজয়ী	প্রথম গ্রুপ ৫০টি হাদীস	দ্বিতীয় গ্রুপ ৪০টি হাদীস	তৃতীয় গ্রুপ ২৫টি হাদীস	চতুর্থ গ্রুপ ১৫টি হাদীস	পঞ্চম গ্রুপ ১০টি হাদীস
প্রথম পুরস্কার	১৫০০	১৩০০	১১০০	৯০০	৭০০
দ্বিতীয় পুরস্কার	১৪০০	১২০০	১০০০	৮০০	৬০০
তৃতীয় পুরস্কার	১৩০০	১১০০	৯০০	৭০০	৫০০
চতুর্থ পুরস্কার	১২০০	১০০০	৮০০	৬০০	৪০০
পঞ্চম পুরস্কার	১১০০	৯০০	৭০০	৫০০	৩০০
ষষ্ঠ পুরস্কার	১০০০	৮০০	৬০০	৪০০	২০০
সপ্তম পুরস্কার	৯০০	৭০০	৫০০	২৫০	১০০
অষ্টম পুরস্কার	৮০০	৬০০	৪০০	২০০	৫০
নবম পুরস্কার	৭০০	৫০০	৩০০	১৫০	৫০
দশম পুরস্কার	৬০০	৪০০	২০০	১০০	৫০
মোট	১০৫০০	৮৫০০	৬৫০০	৪৬০০	২৯৫০